সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)

শ্রমিক ব্যবস্থাপনা প্রবিধান
(Labour Management Procedures)

রেজিলিয়েন্স, অনট্রাপ্রেনিয়ারশীপ অ্যান্ড লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প (Resilience, Entrepreneurship and Livelihood Improvement Project) এর অধীনে তৈরি করা হয়েছে এই শ্রমিক ব্যবস্থাপনা প্রবিধান যার বাস্তবায়ন করবে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন এবং এর অর্থায়ন করছে বিশ্ব ব্যাংক। শ্রমিক ব্যবস্থাপনা প্রবিধান-টি জাতীয় শর্তাবলী এবং এবং সেই সাথে বিশ্ব ব্যাংকের পরিবেশ ও সামাজিক মানদন্ড (Environmental and Social Standards) এর উদ্দেশ্যসমূহ যথাক্রমে ২ এবং ৪ এর বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহের আলোকে প্রকল্পের ধরণ ঠিক করে দেবে। শ্রমিক ব্যবস্থাপনা প্রবিধানটি গঠন করার সময় সেটি সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন -এর বর্তমান মানবসম্পদ নীতিমালা এবং ম্যানুয়াল-কে অনুসরণ করা হয়েছে। শ্রমিক ব্যবস্থাপনা প্রবিধানটি এসডিএফ -এর বর্তমান অনুসৃত মানদন্ডকে আরো উন্নত করে তার কার্যপরিধিকে প্রসারিত করতে ভূমিকা রাখবে।

এই প্রবিধানটি ১২টি ভাগে বিভক্ত। যথাক্রমেঃ

ক। প্রকল্পে শ্রম ব্যবহারের ধারণা;
খ। শ্রমিক সংক্রান্ত সম্ভাব্য ঝুঁকি পর্যালোচনা;
গ। শ্রমিক সংক্রান্ত আইন ও বিধি সমূহের সংক্ষিপ্ত ধারণা: মেয়াদ ও শর্তাবলী;
ঘ। শ্রমিক সংক্রান্ত আইন ও বিধি সমূহের সংক্ষিপ্ত ধারণা: পেশাগত স্বাস্থ্য ও ঝুঁকি;
ঙ। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;
চ। নীতিমালা এবং কার্যপ্রনালী;
ছ। চাকরির মেয়াদ;
জ। মেয়াদ ও শর্তাবলী;
ঝ। অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া;
ঞ। ঠিকাদার নিয়োগ;
ট। এলাকাভিত্তিক কর্মী; এবং
ঠ। প্রধান সরবরাহকর্মী।

এই প্রকল্পের শ্রমিক এবং/ বা কর্মী সংক্রান্ত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ও নিরসনে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন শ্রমিক ব্যবস্থাপনা প্রবিধানটি তৈরি করেছে। এতে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন দ্বারা যথযথ

পদ্ধতি গ্রহণ ও তা অনুসরণ করার পদ্ধতি বর্ননা করা হয়েছে। এতে কিভাবে শ্রমিক নিযুক্ত করা হবে এবং সে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়সমূহকে বিশেষ গুরত্ব দেয়া হয়েছে। প্রকল্পটিতে কি ধরণের শ্রমিক ও তাদের কত সময়ের জন্য নিযুক্ত করা হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। যার মধ্যে সরাসরি, চুক্তিভিত্তিক (প্রয়োজন ভেদে উপ-চুক্তিভিত্তিক), এবং প্রধান সরবরাহ কর্মী উল্লেখযোগ্য। উল্লেখিত যে, এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে এর পূর্ববর্তী প্রকল্পের প্রশাসনিক কাঠামোটি বজায় থাকবে।

প্রকল্পের একটি অঘোষিত বিষয় হচ্ছে এলাকাভিত্তিক কর্মীদের নিযুক্ত করা। এলাকাভিত্তিক কর্মীদের নিযুক্ত করে গ্রাম পরিষদ এবং/অথবা সমিতির ছোটখাট নির্মান কাজ যেমন গ্রামের রাস্তাঘাট মেরামত ও পূনঃনির্মাণ, গ্রাম সমিতির অফিস ভবন, খাবার পানির ব্যবস্থা ইত্যাদি করবে। যখন কোনো এলাকাভিত্তিক কর্মী সমিতির মাধ্যমে কোনো প্রকল্পে নিযুক্ত হবে – শ্রমিক ব্যবস্থাপনা প্রবিধান অন্যান্য কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য মেয়াদ ও শর্তাবলী অনুসারে সেই প্রকল্পটিকে দিক-নির্দেশনা দিবে। সব জায়গায় এলাকাভিত্তিক শ্রম স্বেচ্ছায় দেয়া হচ্ছে কিনা সেটি পর্যালোচনা করতে প্রকল্পটি শ্রমিক ব্যবস্থাপনা প্রবিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।এই দলিলটির অন্যতম বিষয় হলো যে শিশু শ্রম, জোরপূর্বক শ্রম, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো কিভাবে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা, মুল্যায়ণ করা, এবং তার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় কী ব্যবস্থাগ্রহণ করা যায় তা এতে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রমিক ব্যবস্থাপনা প্রবিধানটি প্রকল্পটিকে দিক-নির্দেশনা দিবে, এবং এটি শিশুদের কাজে নিযুক্ত করা এবং জোরপুর্বক যে কোনো ব্যক্তিকে কাজে নিযুক্ত করাকে নিরুৎসাহিত করবে। এটি প্রধানত সরকারি আইন ও বিধিঅনুসরণ করবে। এছাড়াও, এসংক্রান্ত যেকোনো কাজে যেসকল মাপকাঠি ঠিক করা হয়েছে সেটি নিশ্চিত করতে পর্যায়ক্রমিক নিরীক্ষণের পাশাপাশি সচেতনতামূলক কার্যক্রমও গ্রহণ করবে। এই প্রকল্পে শ্রম সংক্রান্ত প্রধানত যেসব ঝুঁকিকে পর্যালোচনা করা হবে সেগুলো হলো সম্ভাব্য ঝুঁকিপুর্ন কাজের পরিবেশ, এবং দুর্ঘটনা সংক্রান্ত ঝুঁকি। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, দেখা যাচ্ছেযে শিশুশ্রম এবং জোরপুর্বক শ্রম ঝুঁকি সংক্রান্ত বিষয়গুলো আপাতত উপেক্ষা করা যেতে পারে, যেহেতু জাতীয় আইন-বিধিএবং সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন -এর মানবসম্পদ নীতিমালায় সেগুলোর যথাযথ বিধান দেয়া আছে।

শ্রমিক ব্যবস্থাপনা প্রবিধানটিতে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে এবং প্রকল্পের নিরীক্ষণ পদ্ধতি নিশ্চিত করবে যে সেই ব্যবস্থাসমূহ নিয়মিতভাবে মেনে চলা হচ্ছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ পর্যায়ক্রমিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে নথিভুক্ত করা হবে। লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা এবং পাচারের ব্যাপারে প্রকল্পেটির অবস্থান কি হবে সে বিষয়ে কার্যপ্রনালীটি থেকে বিশেষ পরামর্শ প্রদান করে। এটিতে নারীদের (এবং তাদের শিশু) লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা এবং পাচারের শিকার হবার সম্ভাবনা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। অতএব, নিয়মিত নিরীক্ষণ ও প্রতিবেদন পেশ করার যথাযথ ব্যবস্থা রয়েছে।

এই শ্রমিক ব্যবস্থাপনা প্রবিধানটিতে, শ্রমিকের কাজের উপযুক্ত পরিবেশ কি হবে তা শ্রম আইন ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধি ২০১৫ এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ২০১৩ অনুসারে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ একটি সুস্পষ্ট আইন-কানুন। শ্রমিক ব্যবস্থাপনা প্রবিধানটিতে বিশ্ব ব্যাংকের পরিবেশ ও সামাজিক মানদন্ড এবং বাংলাদেশের বর্তমান আইন-বিধির মাঝে সামঞ্জস্যতা এবং পার্থক্য উল্লেখ করা হয়েছে। যথাযথ নিয়মনীতিগুলো কে গ্রহণ করা করে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সমস্যা/ভবিষ্যতে উন্নয়নের সুযোগের জায়গাগুলোর ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। যেমন, কর্মচারী সমিতি, নিরাপদ কাজের পরিবেশ ইত্যাদি বিষয় প্রকল্পের বাস্তবায়নের সময় মেনে চলা হবে।

শ্রমিক ব্যবস্থাপনা প্রবিধানটি পরিবেশ ও সামাজিক মানদন্ড ৪ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার বিষয়গুলো গুরত্বের সাথে অন্তর্ভূক্ত করেছে। প্রকল্পের আওতাধীন জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তার বিষয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোযারা প্রকল্পের কর্মকান্ডের সংস্পর্শে আছে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যারা নির্মাণ এবং পরিচালনা কর্মসূচীর সংস্পর্শে থেকে রোগব্যাধির ঝুঁকিতে আছে।এর দুইটি বিষয় রয়েছে। একটি হলো, প্রকল্পের আওতাধীন জনগোষ্ঠীর যারা নির্মাণ এবং পরিচালনা কর্মসুচীর আওতার এলাকায় থেকে দুর্ঘটনা, ক্রমবর্ধমান অপরাধ এবং সংঘর্ষের কারণে সৃষ্ট সহিংসতার ঝুঁকিতে রয়েছে তাদের শারীরিক নিরাপত্তার বিষয়টি। অন্যটি হলো, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যারা প্রকল্প এলাকায় নির্মাণ এবং পরিচালনা কর্মসুচীর কারণে পরিবেশ দূষণ এবং পরিবর্তনের ফলে রোগ-ব্যাধির বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা হলে তাতে আক্রান্ত হবার ঝুঁকিতে রয়েছে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর উপর এই প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনা অর্পিত হবে, যার সামগ্রিক দায়িত্ব হবে শ্রমিক ব্যবস্থাপনা প্রবিধান বাস্তবায়নের নিরিখে সকল বিষয় তদারকি করা, বিশেষ করে বিভিন্ন চুক্তির বিষয়াদি। ঠিকাদার নিয়োগ এবং ক্রয় সংক্রান্ত কাজের অংশ হিসেবে শ্রমিক ব্যবস্থাপনা প্রবিধানের সকল বিষয় উল্লেখ থাকবে। ঠিকাদার পরবর্তীতে শ্রমিক ব্যবস্থাপনা পরিকিল্পনা মোতাবেক চুক্তিতে উল্লেখিত যাবতীয় ব্যবস্থাপনার কাজ করবে, যেটি সামাজিক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন তার নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতি মাসে কিংবা আরো অল্পসময় অন্তর তদারকি করবে।এর জন্য প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানুষ নিয়োগ করবে। যে সকল বিষয়ের জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করার প্রয়োজন হবে তা হলো শ্রম এবং কাজের পরিবেশ, কর্মীদের অভিযোগ, প্রশিক্ষণ, এবং প্রকল্পের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যুক্ত মানুষদের সচেতন করা।

প্রকল্পের কর্মীদের নিয়োগ কিংবা চিকিৎসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় কোনো বিষয় ছাড়া ব্যাক্তিগত কোনো বিষয়ের ভিত্তেতে নেয়া যাবে না। প্রকল্পের কর্মীদের সমান অধিকার এবং ন্যায্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে, এবং চাকরি সম্পর্কিত কোনো কিছুতে যেমন, নিয়োগ প্রক্রিয়া, নিয়োগ, বেতন(ভাতা ও সুবিধাদিসহ), কাজের পরিবেশ এবং চাকরির সময়কাল, প্রশিক্ষণের সুযোগ, দায়িত্ব বণ্টন, পদোন্নতি, চাকরির অবসান, অবসর, কিংবা শাস্তিমুলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোনো ধরণের বৈষম্য করা যাবে না।

গ্রাম সমিতি (গুলো) একটি'আচরণ বিধি'-এর মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে শ্রম-সম্পর্ক বজায় রাখবে। এলাকাভিত্তিক উপ-ঠিকাদারি এবং সরবরাহকারীরা সহ সমিতির সাথে যুক্ত সবাই যথযত আচরণ করত এই বিধিটি মেনে চলবে। বিধিটিতে আচরণবিধি লঙ্ঘন শাস্তির কথা উল্লেখ করা থাকবে, বিশেষ করে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, যৌন নিপীড়ন এবং যৌন হয়রানি সংক্রান্ত আচরণবিধি লঙ্ঘন এর শাস্তি ইত্যাদি।

কোভিড-১৯ সম্পর্কিত ব্যাপারে এই প্রকল্প প্রদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যা কিনা, শ্রমিক এবং তার ব্যবস্থাপনার মধ্যে সক্রিয় সমঝোতার মাধ্যমে সমন্বয় সৃষ্টি করবে। কোভিড-১৯ পদ্ধতিগতভাবে প্রতিরোধ করার সবচেয়ে উত্তমভাবে প্রতিরোধ করতে হলে কর্মস্থলেই যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণ শুরু করতে হবে। কোভিড-১৯ মহামারী হয়তো জনাকীর্ণ কর্মস্থলগুলোতে পুরোপুরি প্রতিকার করা সম্ভব না, তবে পরিকল্পিত সুরক্ষামূলক কর্মপদ্ধতি যদি যথাযথ ধাপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহলেই কেবল কর্মস্থলে এই ঝুঁকি ঠেকানো সম্ভব।

আইনের সাথে পুরোপুরি একাত্মতা রাখার জন্য, চাকুরীর চুক্তির লিখিত পত্র এবং এর কপি সংযুক্ত করে চাকুরীর ঠিকাদার কিংবা গ্রাম সমিতি সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশকে পরিশীলিত করবেন। কোন চাকুরীদাতা যদি এই ধরণের চাকুরী সংক্রান্ত কোন কপি সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশকে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হন তবে, ঠিকাদাররা সেই ব্যক্তিকে প্রকল্পে নিয়োগ করতে পারবেন না। শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব এবং শ্রমিকবান্ধব শর্তাবলী আলোচনা করার জন্য সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশকে চাকুরীজীবিদের সংঘ/ সমিতি স্থাপন এবং সেখানে যোগদান করার অধিকার প্রদান করবে।

অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়ার সূচনা শ্রমিক ব্যবস্থাপনা প্রবিধানকে অনন্যতা প্রদান করছে এবং একটি যুগান্তকারী মাইলফলক স্থাপন করছে। এটি চলমান এবং ভবিষ্যতের প্রকল্পসমূহের জন্য একটি উদাহরণ সৃষ্টি করবে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে শাস্তিমূলক কার্যক্রম, স্বতন্ত্র অভিযোগ পদ্ধতি, সমষ্টিগত অভিযোগ পদ্ধতি, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন (এবং অন্যান্য) হয়রানী বন্ধ করার প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই অংশ ঠিকাদার চুক্তির মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের মান নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ ও সামাজিক মানদন্ড ২ এবং ৪ অন্তর্ভুক্ত করবে যাতে কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়।

শর্ত হলোযে গ্রাম সমিতি যেন শ্রমিক সংক্রান্ত শর্তাবলী পর্যবেক্ষণ, রিপোর্ট এবং লিপিবদ্ধ করে। নির্দিষ্ট মেয়াদ, পূর্ণ মেয়াদ, খন্ডকালীন এবং অস্থায়ী চুক্তির মাধ্যমে সমিতি শ্রমিকদের পারশ্রমিক প্রদান, বিধি মোতাবেক সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা প্রদান, পেনশন প্রদান এবং অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানের পূর্ণ প্রমাণ লিপিবদ্ধ রাখবে এবং শ্রমিকদের তার কপি প্রদান করবে।

এই দলিলের অন্যতম অংশ হলো, এটির সংযুক্তি অংশে ‘নিয়োগের লিখিত বিষয়াদি’ এর একটি একটি প্রস্তাবিত বিন্যাস, ‘চুক্তির সামাজিক এবং পরিবেশগত সমস্যা নিরসন ব্যবস্থার নিরীক্ষণ’ এবং একটি বিস্তারিত ‘আচরণ বিধি’।